৬/৮/২০০৩

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩......

দৈনিক ইনকিলাব

দুর্নীতি-অনিয়মের মাধ্যমে গোপনে একের পর এক নিয়োগ চলছে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সম্প্রদায় ও দলীয় কর্মীদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ দুর্নীতি-অনিয়ম এবং অতিরিক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর ভীড়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে ডুবতে বসেছে। শিক্ষা জীবনে একাধিক তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত এবং বিতর্কিত ডক্টরেট ডিগ্রীধারী প্রফেসর দুর্গাদাস ভট্টাচার্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে যোগদানের পর এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে এবং নিজ পছন্দের লোক নিয়োগের কারখানায় পরিণত করেছেন। এটি এখন হিন্দু সম্প্রদায় ও আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থকদের একটি পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। যেখানে সর্বোচ্চ ৩শ' কর্মকর্তা-কর্মচারী দিয়ে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চালানো সম্ভব, সেখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় এক হাজারে পৌছেছে। গত দু'মাসে কোন প্রয়োজন ছাড়াই প্রফেসর দুর্গাদাস ভট্টাচার্য সকল নিয়ম-নীতি লংঘন করে নিজ পছন্দের দেড়শতাধিক ব্যক্তিকে অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন- যার অর্ধেকই হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং অধিকাংশই তার আত্মীয়-স্বজন। এর পাশাপাশি মোটা অংকের উৎকোচ গ্রহণ ও আওয়ামী লীগের চ্যানেলেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তবে এই নিয়োগের জন্য পত্র-পত্রিকায় কোন বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়নি। বর্তমানেও এই নিয়োগের ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং চলতি মাসে আরো দেড়শতাধিক ব্যক্তিকে নিয়োগদানের প্রক্রিয়া চলছে। এজন্য তিনি সিন্ডিকেটে প্রভাব খাটিয়ে অবৈধভাবে শত শত পদ সৃষ্টি করে চলেছেন। আগামীকাল

- ১৪-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

(সোমবার) অনুষ্ঠেয় সিন্ডিকেট সভায়ও এ ধরনের প্রায় অর্ধশতজনের নিয়োগ অনুমোদন করা হবে এবং নতুন করে আরো লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। যদিও এই সিন্ডিকেটের কোন পরিপূর্ণ বৈধতা নেই। কারণ ১৬ সদস্যবিশিষ্ট সিন্ডিকেটের ৮ জন সদস্যেরই দু'বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং এই মেয়াদোত্তীর্ণ সদস্যদের নিয়েই সিন্ডিকেট সভা করে ভিসি মূলত তার নিজের সিদ্ধান্তই সুকৌশলে পাস করিয়ে নিচ্ছেন। যেহেতু সাবেক আওয়ামী লীগ সরকার মনোনীত ওই সিন্ডিকেট তার অনুগত। গত ৩১ মে-তে অনুষ্ঠিত ৪৭তম সিন্ডিকেট সভায়ও ১৭০টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, যার মধ্যে ১শ'টি সেকশন অফিসার এবং ৭০টি রেজিস্ট্রেশন সহকারী। যদিও ইতিপূর্বে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রেশন সহকারী পদ বলে কখনও কিছু ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন যেসব নিয়োগ দেয়া হচ্ছে তার অধিকাংশই কর্মকর্তা পদে। এমনকি উপজাতি ও প্রতিবন্ধীদেরও সরাসরি কর্মকর্তা পদে নিয়োগের আয়োজন চলছে। আভ্যন্তরীণ সার্কুলারের মাধ্যমেই অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে সকল নিয়োগ চলছে। আর এভাবে যাদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে তারা প্রায় সবাই তার নিজ জেলা বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জের অধিবাসী। তিনি এখানে কোন জেলা কোটাও মানেন না। তাছাড়া লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে ভিসি'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্বাচনী বোর্ডের সদস্যদের তেমন কিছুই করণীয় থাকে না। লোক নিয়োগের বেলায় তার আত্মীয়-স্বজন ও নিজ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ও তার ছাত্র সংগঠনের কর্তাব্যক্তিদের তদবিরকে প্রাধান্য দেয়া হয়। যার অধিকাংশই দলীয় ক্যাডার। গত ৯ মাস যাবত ভিসি'র দায়িত্ব নিয়ে ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য লোক নিয়োগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যেই রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য এর আগেও সিন্ডিকেট সদস্য থাকাকালে তার প্রভাবেই সাবেক ভিসি নিয়োগ-পদোন্নতির সকল সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতেন। এখন ভিসি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর তার হয়েছে পোয়াবারো। ইচ্ছামাফিক একের পর এক তিনি লোক নিয়োগ করে যাচ্ছেন। এতো লোকের আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি না তার কোন তোয়াক্কা করছেন না। বর্তমানে অবস্থা এমন হয়েছে যে, গত দু'মাসে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের অধিকাংশই বসার মত কোন জায়গা ও কাজ না পেয়ে বাইরে গল্পগুজব করে আর আড্ডা মেরে সময় কাটাচ্ছেন।

এদিকে দুর্গাদাস ভট্টাচার্য তার পছন্দের লোকদের সবাইকে সরাসরি কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত পুরনো সিনিয়র কর্মচারীদের মধ্যেও হতাশা এবং প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, এতে তাদের পদোন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। ভিসি'র ভাতিজা জয়ন্ত ভট্টাচার্য ও অত্যন্ত নিকটজন পরিমল বালা, শেফালী মণ্ডল, সুজন শর্মা, নীল রঞ্জন মণ্ডল, প্রণবেশ মজুমদার, অরবিন্দ হালদার প্রমুখের সাম্প্রতিক নিয়োগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন তোলপাড় চলছে।

সাধারণত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রবীণ কর্মচারীদের পদোন্নতি দিয়ে কর্মকর্তা পদে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এছাড়া অধিভুক্ত কলেজগুলো থেকে চুক্তি ভিত্তিতে প্রবীণ ও অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদেরও নিয়োগ করা হয়। কিন্তু জনাব ভট্টাচার্য অত্যন্ত সুকৌশলে বয়সে তরুণ ও সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণ ২০ জনকে চুক্তি ভিত্তিতে শাখা কর্মকর্তা পদে নিয়োগদান করেছেন- যার অর্ধেকই হিন্দু। অপরদিকে বিকলাঙ্গ প্রতিবন্ধীদের সাধারণত মানবিক কারণে ৩য় বা ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। কারণ, কর্মকর্তা পদে কাজের জন্য পূর্ণ শারীরিক যোগ্যতা একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। কিন্তু তিনি তার দফতরের উচ্চমান সহকারী পদে কর্মরত ছাত্রলীগের হাতকাটা রতন কুমারকে শাখা কর্মকর্তা (সেকশন অফিসার) পদে নিয়োগদানের জন্য প্রতিবন্ধী কর্মকর্তা নিয়োগের এক অভিনব বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও ভিসি'র বন্ধু বিনয় রতন বড়ুয়ার স্বার্থেও পৃথকভাবে কেবল উপজাতীয় লোক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলসহ অন্যান্য হলেরও আওয়ামী লীগ ছাত্র সংগঠনের বেশ কিছু কর্মীকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় নিয়োগদানের জন্য আগামীকালের সিন্ডিকেটে আলোচনা এবং আরও নতুন কিছু পদ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যেই নিয়োগ চূড়ান্তকৃত ৫০ জনের অনুমোদনও এই সিন্ডিকেটে নেয়া হবে। ভিসি দুর্গাদাস তার সকল দুর্নীতি, অনিয়ম, দলীয়করণ, আত্মীয়করণের বৈধতা আদায় করছেন এ সিন্ডিকেটকে ব্যবহার করে। লোক নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বিনানুমতিতে নিত্যনতুন ইনস্টিটিউটও খোলা হচ্ছে এবং সকল বিভাগীয় শহরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক শাখা খোলা হচ্ছে। এ জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিবছর কয়েক কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হচ্ছে- যা আসলে হচ্ছে লুটপাট ও অপচয়। চরম অনিয়মের মাধ্যমে অত্যন্ত গোপনে কোন যোগ্যতা যাচাই-বাচাই বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়াই এত বিপুলসংখ্যক লোক নিয়োগের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখন অযোগ্য, অদক্ষ ও দুর্নীতিবাজদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে।

উল্লেখ্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ পর্যন্ত কোন জনবল কাঠামো এবং চাকরিবিধিও প্রণয়ন করা হয়নি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কত কর্মকর্তা-কর্মচারী বা লোকবল প্রয়োজন সে সম্পর্কে কোন স্টাডিও করা হয়নি। এর ফাঁকেই চলছে সকল নিয়োগ-পদোন্নতি- যার কোন বৈধতা নেই। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিত্যনতুন পদ সৃষ্টি করা হলেও মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে সিন্ডিকেটকে এ জাতীয় কোন ক্ষমতা দেয়া হয়নি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশী লোক কর্মরত রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে যদিও বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অভিহিত করা হয় কিন্তু মূলত এটি একটি শিক্ষা বোর্ড। অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের মতই এটি কাজ করে থাকে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণ, কারিকুলাম প্রণয়ন ইত্যাদি ছাড়া লেখাপড়ায় কোন কাজ করে না।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম ৫ বছরে অর্থাৎ বিএনপি আমলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকবল ছিল মাত্র ২৩৫ জন। তৎকালীন প্রতিষ্ঠাতা ভিসি প্রফেসর ডঃ এম এ বারী ২০ জন সেকশন অফিসার এবং ২১৫ জন শাখা কর্মচারী নিয়ে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করেন। তিনি উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রেষণে এনে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর নিয়োগকৃত পরবর্তী ভিসি প্রফেসর আমিনুল ইসলামের মেয়াদে কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলিয়ে পাঁচশ'রও অধিক লোক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করা হয়। তবে এ জন্য কোন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, সিলেকশন বোর্ড গঠন বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেয়া হয়নি। এরপর বর্তমান ভিসি'র আমলে মাত্র ৯ মাসেই দেড় শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের পর এখন আরও দু'শতাধিক ব্যক্তির নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।